দৈনিক জনকণ্ঠ

145

তারিখ AUG 29 1999
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

এইচএসসি'র পর উচ্চ শিক্ষা

যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়তে চায়

আজকের বিষয় খ ইউনিট

কলা বা মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত ইউনিট হচ্ছে 'খ'। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে ছাত্রছাত্রীরা জেনে নেবে যে 'খ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার যাবতীয় তথ্যাবলী, সাথে সাথে ভর্তি পরীক্ষার দরকারী প্রস্তুতির পরামর্শ। **আবেদনের যোগ্যতা ঃ** 'খ' ইউনিটে ভর্তির জন্য বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কলা/মানবিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অথবা সমমানের পরীক্ষায় অন্তত দ্বিতীয় বিভাগ পেতে হবে। দুই পরীক্ষায় একত্রে অন্তত ১১৫০ নম্বর পেতে হবে। **'খ' ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ঃ** এ ইউনিটে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, উর্দু, পালি, সংস্কৃতি, সমাজ কল্যাণ, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন, ভূগোল, নৃবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, লোক প্রশাসন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, মনোবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, ইতিহাস, নাট্যকলা ও নাট্যতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদি। **ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি ঃ** এমসিকিউ পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা এক ঘন্টা সময়সীমায় অনুষ্ঠিত হবে। বাংলা ২৫, ইংরেজী ২৫, সাধারণ জ্ঞান ২৫ ও মৌলিক জ্ঞান ২৫। এই ১০০ নম্বরে বিভক্ত থাকবে বিষয়গুলো। যারা মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা পড়েনি তারা ইলেকটিভ ইংলিশ থেকে উত্তর করবে। **বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ** ইংরেজী বিভাগে ভর্তির জন্য ইংরেজীতে ভর্তি পরীক্ষায় ২৫-এর মধ্যে ১৭ পেতে হবে। আইন বিভাগে ভর্তির জন্য ইংরেজী অথবা বাংলায় ২৫-এর মধ্যে ১৪ নম্বর পেতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভর্তির জন্য ইংরেজীতে অন্তত ১২ পেতে হবে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তির জন্য ইংরেজীতে অন্তত ১০ অথবা বাংলায় ১২ পেতে হবে। লোক প্রশাসন বিভাগে ভর্তির জন্য ইংরেজীতে অন্তত ১২ পেতে হবে। অর্থনীতি বিভাগে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অর্থনীতি বা গণিতে শতকরা ৫৫ নম্বর থাকতে হবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজীতে অন্তত ১২ পেতে হবে, ন-বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানে ভর্তির জন্য ইংরেজীতে ১২ পেতে হবে। বাংলা বিভাগে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় কমপক্ষে ৪৫% নম্বর পেতে হবে। এ ছাড়া আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের কেবল আরবী বিভাগে ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা অথবা ইংরেজীতে কমপক্ষে ৫ পেতে হবে। তবে উল্লেখযোগ্য নম্বর পেলেই যে সেই বিভাগে ভর্তি হওয়া যাবে তা নয়। বরং সাক্ষাতকারের সময় মেধা তালিকা অনুযায়ী ডাকা হবে। নির্দিষ্ট বিভাগের কোটা পূর্ণ হয়ে গেলে ঐ বিভাগে আর ভর্তি হওয়া যাবে না। এবার জেনে নেয়া যাক 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি কিভাবে নেবে- **বাংলা ঃ** বাংলাকে অনেকেই কম গুরুত্ব দেয়। কিন্তু এটা আদৌ ঠিক নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর মতো বাংলাকেও সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। তাছাড়া ভাল সাবজেক্ট পেতে হলে অবশ্যই বাংলায় ভাল করা জরুরী। **গদ্য ঃ** এইচএসসির বাংলা পাঠ্য বইয়ের থেকে সাধারণত প্রশ্ন করা হয়ে থাকে; অনেকেই এইচএসসির পাঠ্য বই ঠিকমতো না পড়ে নোট-গাইড পড়ে থাকে, ভর্তি পরীক্ষার জন্য যা আদৌ যথেষ্ট নয়। তাই পাঠ্য বইয়ের গল্পগুলোকে খুব ভাল করে লাইন বাই লাইন পড়তে হবে। বলতে গেলে চষে ফেলতে হবে গল্পগুলোকে। কারণ অনেক সময়ই গল্পের লাইন তুলে দিয়ে বলা হয়, এটা কোন গল্পের অথবা লেখকের নাম কি? এছাড়া অনেক সময় গল্পের লাইন থেকে শূন্য স্থানও এসে থাকে। লেখকদের নাম, কোন জেলার অধিবাসী/জন্মস্থান, পিতা-মাতার নাম, কোথায় লেখাপড়া করেছেন, অন্য কোন্ পেশায় জড়িত ছিলেন কিনা, সাহিত্য অঙ্গনে কোন পুরস্কার পেলে সেগুলো কোন্ ক্ষেত্রে, উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম, কোন গল্প দ্বারা বিতর্কিত হয়েছিলেন কিনা, কোথায় কবে, কোন্ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখতে হবে। বার বার গল্পগুলোকে ভাল করে পড়তে হবে। **কবিতা ঃ** কবিতার ক্ষেত্রেও ঠিক গল্পের মতো করে পড়তে হবে। প্রয়োজনবোধে কবিতাগুলোকে মুখস্থ করতে পারলে ভাল হয়। গল্পকারদের মতো কবিদের জীবনকাল, জন্ম-মৃত্যু, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, কবিতা, আলোচিত পুরস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। এর জন্য বাংলা টেক্সট বইয়ের শেষে কবি সাহিত্যিকদের জীবনী অংশ ভাল করে পড়া দরকার। অনেক সময় পাঠ্য বইয়ের বাইরেও প্রশ্ন করা হয়। এ জন্য বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে ন্যূনতম ধারণা রাখা জরুরী। এ জন্য বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম, প্রকৃত নাম, উপাধি, কি কারণে বিখ্যাত, কাকে কি নামে ভূষিত করা হয় এ সম্পর্কেও কমবেশি জানা আবশ্যক। এ ছাড়াও বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শন সম্পর্কেও ভাল ধারণা থাকতে হবে। **ব্যাকরণ অংশ ঃ** ব্যাকরণ অংশের জন্য মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকসহ নিচের দিকের ব্যাকরণ অংশের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সংজ্ঞাসহ ভালভাবে পড়তে হবে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ভাষা, বাংলা ভাষার প্রকারভেদ, সাধু ও চলিত ভাষা এবং এদের মিশ্রণজনিত ত্রুটি, এদের রূপগত পার্থক্য। বাংলা ভাষার জন্য, বাংলা ভাষার মৌলিক অংশ, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, এগুলোর শ্রেণীবিন্যাস, তৎসম, তদ্ভবসহ প্রত্যেকটির সংজ্ঞা, বিভিন্ন শব্দ কোন্ ভাষা থেকে এসেছে- যেমন পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, গ্রিক, আরবী, ফারসী শব্দ ইত্যাদি। ক্রিয়াপদ, ক্রিয়ার ভাব, বিভিন্ন ক্রিয়ার সংজ্ঞা ইত্যাদি। ব্যাকরণের মধ্যে আরও রয়েছে- ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, বর্ণ প্রকরণ, সন্ধি (নামসহ) পদপ্রকরণ, প্রকৃতি প্রত্যয় (ব্যাসবাক্যসহ প্রত্যয়ের নাম), গঠন অনুসারে বাক্য, কারক ও বিভক্তি, বাচ্য, বিভিন্ন বাচ্যের উদাহরণ, সমাস। প্রত্যেকটি সমাসের সংজ্ঞা এবং চেনার উপায়, মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ, অব্যয় পদ ও এর প্রকারভেদ, উপসর্গ ও অনুসর্গ, বাংলা ভাষায় কাল ও তার প্রকারভেদ, উক্তি, পদ, লিঙ্গান্তর, সমার্থক-বিপরীতার্থক ও সমোচ্চারিত শব্দ, এক কথায় প্রকাশ, বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন, অনুবাদ, শুদ্ধ শব্দ, বানান ও ভাষারীতির শুদ্ধকরণ, যতি বা বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ ইত্যাদি। এসব বিষয়ের জন্য অবশ্যই সংজ্ঞাসহ বার বার পড়া আবশ্যক। **নাটক-উপন্যাস ঃ** এইচএসসির পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নাটক সিরাজ-উদ-দৌলা ও উপন্যাস লালসালু থেকেও একাধিক প্রশ্ন থাকে; এর জন্য এই পুস্তক দু'টি খুব ভাল করে পড়া দরকার, প্রত্যেকটি চরিত্র ও ঘটনা সম্পর্কে ভাল দখল থাকা জরুরী। এ ছাড়া বই দু'টির লেখকদের জীবনকাল সম্পর্কেও ধারণা থাকা দরকার। কতগুলো চরিত্র, কোন্ দৃশ্যে কোন্ চরিত্র, নাটকে কয়টি দৃশ্য এসবও নখদর্পণে রাখতে পারলে ভাল হয়। **ইংরেজী ঃ** ইংরেজীর জন্যও পাঠ্য বই পড়া আবশ্যক। বাংলার মতো কবিতার কোন লাইন, কবিতার খুঁটিনাটি বিষয়, কোন্ কবিতার কোন্ লাইন, কবি-সাহিত্যিকদের নাম কি, কার কোথায় জন্ম-মৃত্যু, উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের বিবরণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা থাকতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় ভাল করার জন্য প্রতিটি গল্প শব্দার্থসহ প্রোাদি পড়তে হবে। গল্পের মতো কবিতা থেকেও কোন্ লাইনটি কোন্ কবিতা থেকে অথবা কোন্ লাইনের আগে কিংবা কোন্ লাইনের পরে কোন্ লাইন বসবে। মাঝে মাঝে কবিতার লাইন থেকে শূন্যস্থানও পূরণ থাকে। কবি-সাহিত্যিকদের জীবনীর জন্য পাঠ্য বইয়ের শেষে কবি-সাহিত্যিকদের জীবনী অংশ ভাল করে পড়তে হবে। গ্রামার অংশের জন্য- a. Correction b. Fill in the gaps with appropriat preposition or words c. Correct use of idioms and phrases d. Translation and Retranslation e. Right form of verbs f. Correct spelling g. Voice and Narration h. Parts of speach i. Correct use of different Grammatical rules and structures j. Antonyms and sysnonyms. k. Joining sentences l. Replacing words ইত্যাদি ভালভাবে পড়তে হবে। এছাড়া বাইরের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের সম্পর্কেও জানা থাকা আবশ্যক। **সাধারণ জ্ঞান ঃ** সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী প্রসঙ্গে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সমাজবিদ্যা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম মৌলিক বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক প্রশ্ন থাকে। সাধারণ জ্ঞান অংশে ৫০টি প্রশ্ন থাকে ৫০ নম্বরের। এখানে ভাল করার জন্য যা যা পড়তে হবে তা হলো- **বাংলাদেশ বিষয়াবলী ঃ** বাংলাদেশ বিষয়াবলীর জন্য পড়তে হবে- বাংলাদেশের ভূখণ্ড, সীমানা, আয়তন, জনসংখ্যা, ভূ-রাজনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি: ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য পড়তে হবে- ঐতিহাসিক বিবর্তন, ঘটনার দিন, তারিখ, সন, ঐতিহাসিক আন্দোলনসমূহ যেমন- নীল বিদ্রোহ, তিতুমীর যুদ্ধ, ফরায়েজী আন্দোলন, ইত্যাদি। ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যেমন- শশাঙ্ক, বখতিয়ার খিলজি, লক্ষ্মণ সেন, হিউয়েন সাং প্রমুখ ব্যক্তি সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধসহ পূর্বের সকল সংগ্রামের পর্যায়ক্রমিক ধারণা রাখাও বাঞ্ছনীয়। জাতীয় কৃতী সন্তানদের পরিচয় যেমন- শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কিত, যেমন-বিখ্যাত শিল্পকর্ম, শিল্পীর পরিচয়, বিখ্যাত ভাস্কর্য, ভাস্কর বা স্থপতিদের নাম, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, গণমানুষের জীবনধারা, বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও এর সম্ভাবনা-এসবের ওপরও প্রশ্ন থাকে। এছাড়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক তথ্যাবলী, মুদ্রা ব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য, বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, কোন্ দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের নাম কি, আঞ্চলিক ও বিশ্ব সংস্থাসমূহে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভূমিকা, বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, বাংলাদেশের সংবিধান, মিলিটারি ও সিভিল সার্ভিস, সামরিক ও বেসামরিক সম্পর্ক, বৈদেশিক সাহায্য, এনজিওদের তৎপরতা। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ, এগুলোর প্রাপ্তিস্থান, বহুমুখী ব্যবহার ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা। আরও জানতে হবে বাংলাদেশে বসবাসরত উপজাতিসমূহ, তাদের সংস্কৃতি, জীবন ধারণ ও জাতিগত সমস্যার বিষয়সমূহ। বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ সম্পর্কেও জেনে রাখা উচিত। এছাড়া আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, সংস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান যেমন- সার্ক ও বাংলাদেশ, বিমসটেক ও বাংলাদেশ, ডি-৮ ও বাংলাদেশ, কমনওয়েলথ ও বাংলাদেশ ইত্যাদি। আর জাতিসংঘ সংক্রান্ত তথ্যাবলী তো অবশ্যই জানতে হবে। বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থার পূর্ণরূপ জেনে রাখাও জরুরী। যেমন- BJMB, ADP, BGMEA, CIP ইত্যাদি। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ। ক্ষুদ্রতম, বৃহত্তম এগুলোও ভালভাবে জানা দরকার। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার তারিখ, প্রথম ও বর্তমান উপাচার্যের নাম জেনে রাখা ভাল। স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীদের নাম, প্রধান বিচারপতিদের নাম ও স্পীকারদের নাম জেনে রাখা উচিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর কোন্ কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত। চলমান রাজনৈতিক সঙ্কট ও বিদেশের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকলে পেপার পত্রিকা ও খবরের মাধ্যমে সেগুলো জেনে রাখতে হবে। **আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ঃ** আন্তর্জাতিক বিষয়ের জন্য একটু ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে। এর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, জাতি এদের সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াবলী এ বিষয়ের আওতায় আসবে। যা যা পড়তে হবে তাহলো-বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, রাজধানীর নাম, মুদ্রার নাম, বিখ্যাত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ কবে কোথায় সম্পাদিত হয়েছে এবং এগুলোতে কোন্ কোন্ পক্ষ জড়িত ছিল. যেমন- জেনেভা চুক্তি, প্যারিস চুক্তি ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক দিবসগুলো কোন্ কোন্ তারিখে পালন করা হয়ে থাকে। যেমন- বিশ্ব শিশু দিবস, মাদক বিরোধী দিবস। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদর দফতর কোথায় অবস্থিত বিশ্বের বিখ্যাত সমীরেখাগুলোর পরিচয়। বিখ্যাত বন্দর এবং তা কোন দেশে অবস্থিত। বিভিন্ন দেশের জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় ভাষার নাম, সংক্ষিপ্ত শব্দসমূহের পূর্ণ নাম। যেমন- FIFA, HIV, EMA ইত্যাদি। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর নাম এবং কেন বিখ্যাত। নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের নাম। কোন্ ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, কত সালে? এ ছাড়া পৃথিবীর বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম দ্বীপ, খাল, পর্বত, নদী, উপত্যকা, মরুভূমি, সাগর, হ্রদ প্রভৃতির নাম এবং কোন দেশের অন্তর্গত মনে রাখতে হবে। বিশ্বের সংস্থাসমূহ, রয়টার্স, বিবিসি প্রভৃতি কোন্ দেশের বার্তা সংস্থা এবং এদের সদর দফতর কোথায়? বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন, যেমন- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, কসোভো সঙ্কট, ফিলিস্তিন সঙ্কট ইত্যাদি বিষয়েও ভাল দখল থাকা জরুরী। বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধানদের পরিচয় এবং তাদের শাসনকাল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর নাম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা, বেকারত্ব ও শিক্ষিতের হার কত? পরমাণু অস্ত্র সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানা থাকতে হবে। উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক বন্দরের নাম এবং এগুলোর অবস্থান বিভিন্ন দেশের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নাম. বিভিন্ন সময়ের জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, বিভিন্ন দেশের পূর্ব নাম। বিখ্যাত ব্যক্তিদের উপাধি, বিখ্যাত স্থান/নিদর্শনগুলো কোথায় অবস্থিত: বিভিন্ন দেশের আইন সভার নাম, জনপ্রিয় ভৌগোলিক নাম: যেমন- নিষিদ্ধ শহর, মসজিদের শহর, চির বসন্তের নগরী, সূর্যোদয়ের দেশ ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়, শিশু মৃত্যুর হার। এছাড়া বিশ্বকাপ ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস ও অলিম্পিক সম্পর্কে কমবেশি ধারণা থাকতে হবে। এছাড়া সাম্প্রতিক চলতি ঘটনা, যেমন- নোবেল পুরস্কার, অস্কার পুরস্কার, কাশ্মীর সমস্যা ইতাদি: বিষয়গুলোর প্রতি ভাল নজর দিতে হবে; এসব বিষয়ের জন্য নিয়মিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকা পড়া দরকার। বিদেশী সংবাদ যেমন বিবিসি, সিএনএন, ভয়েস অব আমেরিকা ইত্যাদি শোনাও জরুরী। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য শর্ত জানার জন্য কলা অনুষদের ডীন কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

গ্রন্থনা ॥ নূর-উজ-জামান হাজ্জাজ